প্রশ্নের মুখোমুখি : চিত্রকর ও কবি

কালীকৃষ্ণ গুহ

১. একজন স্রষ্টার মূল্যায়নে তাঁর সৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত জীবনাচরণ কি সমান জরুরী?

* না, সমান জরুরি নয়। আমরা বহু স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনাচরণ তো জানিই না। অথচ তাঁদের মহৎ সৃষ্টির দান আমরা গ্রহণ করে চলেছি। এরকম উদাহরণ অনেক, অজস্র। শেকসপিয়র, টলস্টয়, গ্যায়েতে, কালিদাস– এঁদের সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু না জেনেই এঁদের মূল্যায়ন করেছি; স্রষ্টা হিসেবে এঁদের মহত্ব প্রশ্নাতীত।

২. বড় মানুষ না হয়ে কি মহৎ সৃষ্টি করা যায়?

* এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর জানি না। প্রথমত 'বড় মানুষ' কাকে বলা যাবে, সেটাও একটা বেশ জটিল প্রশ্ন। সাধারণত আমরা জৈবিকতা বা রিপু দ্বারা চালিত মানুষকে 'বড় মানুষ' বলি না। কিন্তু অনেক মহৎ ভাবুক বা স্রষ্টাই রিপুর দ্বারা চালিত হয়ে অনেক 'অনৈতিক' কাজ করছেন, সেক্ষেত্রে নৈতিকতাও একটি আপেক্ষিক ব্যাপার –ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধের দ্বারা নির্ধারিত। কার্ল মার্কস পরিচারিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন তাঁর স্ত্রীর অজ্ঞাতে। অথচ তিনি পারিবারিক জীবনে ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল ও কর্তব্যপরায়ণ। এই মহৎ ভাবুককে আমরা কী ভাবে দেখবো?

৩. শিল্পের নন্দন দিয়ে কী জীবনের অপরাধ ঢাকা যায়?

* শিল্পের নন্দন দিয়ে জীবনের অপরাধ ঢাকা যায় না। অবশ্যই। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের জীবন স্বল্পস্থায়ী; মহৎ সৃষ্টির জীবন দীর্ঘ, মানুষের মৃত্যুর পর সাধারণত তার ব্যক্তিজীবন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামানো হয় না। কিন্তু একজন স্রষ্টার ব্যক্তিজীবনে যদি কালিমাও থাকে তাহলে তাঁর সৃষ্টিকে দীর্ঘদিন ঢেকে রাখতে পারে না।

৪. একজন স্রষ্টাকে মহান করতে আপনি কি তার আসন প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে পাতবেন?

* কোনো স্রষ্টাকে মহান করার কোনো চেষ্টাই আমি করবো না। সৃষ্ট শিল্পের গভীরতা বা অক্ষয় সারবত্তাই সৃষ্টিকে মহত্ব দান করে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি সত্যিই সামাজিকভাবে অপরাধী হয়– অর্থাৎ সে যদি মিথ্যাচার করে, উৎকোচ গ্রহণ করে, আত্মপ্রচার করে নিজেকে বড় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, নিজের স্বার্থে অন্য লোককে প্রাপ্য সম্মান বা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে, আয়কর ফাঁকি দিয়ে সাধারণভাবে সমাজকে বঞ্চিত করে, বে-আইনিভাবে সম্পত্তি বা সম্পদ সঞ্চয় করে– তাহলে, তা জানা থাকলে, তার শিল্প সৃষ্টিকে অবশ্যই সন্দেহের চোখে দেখবো। একজন ব্যক্তিকে ঘৃণা করে তার শিল্পকে গ্রহণ করা খুবই কঠিন, তার সৃষ্টি সম্পর্কে যতই প্রচার থাক–জীবৎকালে তাকে যতোই বড় করে দেখানো হোক। এরকম খুবই ঘটে।

৫. আপনার মতে একজন স্রষ্টা কেমন হবেন?

*আমার মতে একজন স্রষ্টা হবেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত; নিরন্তর একটা অনুভুতিলোকে বসবাস করতে হবে তাকে। তাকে ভাবতে চেষ্টা করতে হবে যে সে একটা জীবনে বিশ্ব ও সময়ের মধ্যে তুচ্ছ বা সামান্য একটা জীবন কাটাচ্ছে। নির্বিঘ্নে সরল একটি জীবনধারণ করার নিশ্চয়তার থেকে বেশি কিছু চাইবার নেই তার; এর বেশি কিছু গ্রহণ করার বা পাবার কোনো নৈতিক অধিকারও নেই তার। তাকে হতে হবে সংযমী বিনয়ী সত্যনিষ্ঠ ও নক্ষত্রলোকের পাশে বসবাসকারী নির্জন মানুষ একজন। এই রূপজগতের পাশাপাশি তাকে বহন করে যেতে হবে একটি বেদনাবোধ, সমস্ত জীবন।